সংবাদ

তারিখ 29 JUN [illegible]
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

অবকাঠামো সমস্যার কারণে সঙ্কটের মুখে চট্টগ্রাম মহানগরীর মাধ্যমিক শিক্ষা

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ শিক্ষক স্বল্পতা, শ্রেণীকক্ষ ও আসবাবপত্রের অভাব, অবকাঠামোগত সমস্যাসহ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে চট্টগ্রাম মহানগরীর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার সংকট দিন দিন বাড়ছে।

নামিদামি বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা এস. এস. সি পরীক্ষার পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় বর্তমানে ভাল ফলাফল করতে পারছে না। অনেকের মতে, এ ফলাফলের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কম দায়ী নন। বর্তমানে অভিভাবকরা ছেলেমেয়ের ভাল ফলাফল করার জন্য গৃহশিক্ষকদের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ানোর চাইতে গৃহশিক্ষকতাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

চট্টগ্রাম মহানগরীর ১২টি থানা এলাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১শ' ২৮টি। এর মধ্যে ৩৪টি বিদ্যালয় সিটি করপোরেশনের অধীনে পরিচালিত হয়। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১২টি এর মধ্যে ৩টি বালিকা বিদ্যালয়। বাকি ৩২টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়।

চট্টগ্রাম মহানগরীর ১২টি থানা এলাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১. লাখ ৪ হাজার ৬শ' ৬৫ জন। এর মধ্যে ৫২ হাজার ৫ শত ৩৩ জন ছাত্রী। মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১ হাজার ৩শ' ৩২ জন। এর মধ্যে শিক্ষিকার সংখ্যা ৫শ' ৯৭ জন।

সূত্র মতে, নগরীর প্রায় বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। অর্ধেকের বেশি

চট্টগ্রামের ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

চট্টগ্রামের ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা, অবকাঠামো ও আসবাবপত্র সমস্যা, খেলাধুলা মাঠ ইত্যাদির অভাব রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শাখা খোলা অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, গ্রন্থাগার বিষয়ভিত্তিক বইপত্র পায় না ছাত্র-ছাত্রীরা। এছাড়া বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিক্ষকদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয় বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রাম মহানগরীর ভাল বিদ্যালয় সমূহে ভর্তির সংকট প্রতিবছরই প্রকট আকার ধারণ করে।